জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ ও বৃত্তি নীতিমালা- ২০১৩ (খসড়া) এর উপর নির্দেশক্রমে মতামত আহবান করা যাচ্ছে। আপনার মূল্যবান মতামত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে ই- মেইলে বা লিখিতভাবে আগামী ০৪/০৮/২০১৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মো: আহ্সান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব(আইসিটি- ২)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ব্যাঙ্কডক ভবন, ই- ১৪/ওয়াই
আগারগাঁও, শের- ই- বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
ই- মেইল: murad.ahsan@gmail.com
ফোন: ৮১৮১১৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ব্যাসডক ভবন, ই-১৪/ ওয়াই, আগারগাঁও, ঢাকা
www.moict.gov.bd

স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.২৫.২২.০৩.১৩(অংশ-১)- তারিখঃ..................

বিষয়ঃ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ ও বৃত্তি নীতিমালা-২০১৩।

২০২১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। বিগত বৎসরগুলিতে এ কর্মসূচীকে কেন্দ্র করিয়া সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছাঁইয়া দেওয়া, শিক্ষার মান উন্নত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহন করা হইয়াছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার দেশের আইসিটি খাতে গবেষণা ও শিক্ষায় প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে ফেলোশিপ ও বৃত্তি চালু করিয়াছে। ইহার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভুত হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করিতেছে।

১.০. এই নীতিমালা **"জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ ও বৃত্তি নীতিমালা-২০১৩"** নামে অভিহিত হইবে।

২.০. ফেলোশিপের উদ্দেশ্যাবলী:

২.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং তাহাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান;

২.২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে এবং এই বিষয়ে গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান;

২.৩. স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান;

২.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং

২.৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক যে কোনো বিষয়ে প্রনোদনা প্রদান।

৩.০ ফেলোশিপ কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা:

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচীর প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপনা করিবেন। প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনার মূল্যায়নের জন্য সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (১৩.১ এর খ অংশে বর্ণিত) গঠন করিবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে সরকার ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হইলে অথবা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ/বৃত্তি বাতিল করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া ফেলোদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্ত করিয়াছেন এইরূপ ফেলোগণ এবং বর্তমান ফেলোগণ অংশগ্রহণ করিবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবেন এবং একটি বাছাই কমিটির (অনুচ্ছেদ ১৩.১ এর ক অংশে বর্ণিত) মাধ্যমে ফেলো বাছাই করিবেন।

৪.০. ফেলোশিপ কর্মসূচীতে গবেষণার বিষয়সমূহ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফেলোশিপ দেয়া হইবে যাহা সময়ে সময়ে বাস্তবতার নিরীখে হালনাগাদ করা হইবে এবং ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় উপযুক্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হইবে। ইহা ছাড়া জাতীয় প্রয়োজন এবং উৎপাদনমুখী ও জনকল্যানমূখী গবেষণাকে উৎসাহিত করা হইবে।

৪.১.কম্পিউটার কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রকৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি,সফটওয়্যার বিজ্ঞান বা কৌশল, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইনফরমেশন সিস্টেমস, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ইনফরমেশন আসিউরেন্স , ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ কৌশল।

৫.০. ফেলোশিপের শ্রেণী ও মাসিক ভাতার হার:

৫.১. দেশে মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ, প্রথম বৎসর মাসিক-২০,০০০/- টাকা।
২য় বৎসর মাসিক- ২৫,০০০/- টাকা।

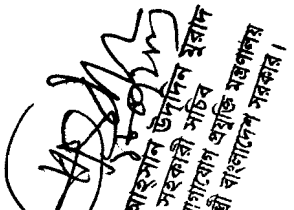

৫.২ দেশে ডক্টরাল ফেলোশিপ, ১ম বৎসর মাসিক-৩০,০০০/-টাকা।
২য় বৎসর মাসিক-৪০,০০০/- টাকা।
৩য় বৎসর মাসিক-৫০,০০০/- টাকা।
৪র্থ বৎসর মাসিক-৪০,০০০/- টাকা (যদি সময় বর্ধিত করা হয়, তবে একবারে ৬ মাসের বেশী সময় বর্ধিত করা যাইবে না। উল্লেখ্য স্বল্পতম সময়ে পিএইচডি শেষ করা উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে ৪র্থ বৎসরের মাসিক ভাতা কম রাখা হইয়াছে)।
দেশে পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপঃ মাসিক-৬০,০০০/- টাকা।
বিদেশে ফেলোশিপের ক্ষেত্রে ভাতার হার: মাস্টার্স/ডক্টরেট/পোস্ট ডক্টরেট সকল ক্ষেত্রে পূর্ন টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ন লিভিং আলাউন্স পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে। বিদেশে ফেলোশিপের সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হইবে না।

৫.৩. মাস্টর্সের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এককালীন- ৫০,০০০/- টাকা এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এককালীন- ১,০০,০০০/- টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা হইবে।
৫.৪ পিএইচডি গবেষণা ফলাফল যেহেতু আন্তর্জাতিক জার্নালে ও সেমিনারে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আছে, তাই পিএইচডি ফেলোগণ এক বা একাধিক সেমিনারে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ হিসেবে পাইতে পারেন।
৫.৫ পিএইচডি গবেষকগণ যদি তাঁর গবেষণার কোন অংশ, তাঁর সুপারভাইজরের সুপারিশক্রমে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করিতে চান, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বৎসর সময়ের জন্য পূর্ণ টিউশন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিমান ভাড়া ও দেশ ভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং আলাউন্স হিসেবে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পাইবেন।
৫.৬ দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া ফেলোশিপের হার সময় সময় যৌক্তিক হারে পুনঃনির্ধারণ করা হইবে।
৫.৭ ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিএইচডি ক্যাটাগরির ফেলোদের অগ্রাধিকার দেয়া হইবে।
৫.৮ থিসিস তত্ত্বাবধায়কের জন্য এককালীন নিম্নলিখিত হারে সম্মানী প্রদান করা হইবে:
১) মাস্টার্স- ৫০,০০০/- টাকা
২) পিএইচডি- ১,০০,০০০/- টাকা

৬.০. <u>ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ফেলোশিপদের জন্য সাধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলী</u>:

অন্য কোন সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না,এইরুপ বাংলাদেশের সকল নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লেখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরীর সাধারণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬.১. মাস্টার্স ফেলোশিপ:

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন ক্যাম্পাস সার্বক্ষণিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শুধুমাত্র গবেষণা/থিসস গ্রুপে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপ এর জন্য তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে-সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। ই-সেবা /আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী মেধার প্রমাণ রাখিয়াছেন এই ধরনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

৬.২. ডক্টরাল ফেলোশিপ: বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় /সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন ক্যাম্পাস সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীগণ এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে- CGPA ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA - ৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। ই-সেবা /আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী মেধার প্রমাণ রাখিয়াছেন এই ধরনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য থাকিবে।

৬.৩. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ:

তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন ক্যাম্পাস (On Campus) সার্বক্ষণিকভাবে তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণারত থাকলে তিনি এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

৬.৪ এম,ফিল/এম,এস কোর্সে সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ আবেদন করিলে অনুচ্ছেদ-৬.১ এবং ৯.১ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাইবে।

৬.৫ পিএইচডি কোর্স সার্বক্ষণিক অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ আবেদন করিলে অনুচ্ছেদ-৬.২ এবং ৯.২ ও ৯.৩ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাইবে তবে কোন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ২য় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হইলে অনুচ্ছেদ৬.২ এবং ৯.৩ এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ৩য় বছরের জন্য তাহার ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে।

৭.০. ফেলোশিপের মেয়াদ:

৭.১.মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর হইবে।

৭.২. ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর হইবে।

৭.৩. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ (ছয়) মাস হইবে। তবে বিশেষক্ষেত্রে আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৮.০. ফেলোশিপ নবায়ন:

৮.১. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ফেলেশিপ নবায়ন করা যাইবে। দুই বৎসর মেয়াদী এম,এস/এম,ফিল/সমমান শ্রেণীতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) ১ম বৎসরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে।

৮.২. সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে। পিএইচডি ১ম বৎসরের ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাইবে।

৮.৩. পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্র/গবেষকদের ১ম দুই বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ৩য় বা ক্ষেত্রমতে সর্বোচ্চ ৪র্থ বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নাবয়ন করা যাইবে।

৮.৪. পোষ্টডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

৯.০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহবান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

৯.১. আবেদন আহবান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর ফেলোশিপ প্রদানের জন্য ০২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী) এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবান করিবে।

৯.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধরিত আবেদন ফরমে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে হইবে। আবেদন ফরম ও সংযুক্তির নমুনা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড অথবা সরাসরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

মোঃ আহসান উদ্দিন সরকার
সহকারী সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৯.৩. আবেদনপত্র গ্রহণ: বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে আবেদন অনলাইনে অথবা ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রণালয়ে পৌছাতে হতে। নির্ধরিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

১০.০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১০.১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুলিপি (সনদ ও মার্কসীট) আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে অথবা অনলাইনে আপলোড করিতে হইবে।

১০.২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ সংযুক্ত করে দাখিল/আপলোড করিতে হইবে।

১০.৩. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল /আপলোড করিতে হইবে। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

১০.৪. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি দাখিল/আপলোড করতে হবে। অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

১০.৫. সরকারী/বেসরকারী সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০/- (তিন শত)টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হইবে (বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

১০.৬. সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

১০.৭. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত থেকে আমন্ত্রণপত্র আবেদনের সাথে দাখিল/আপলোড করিতে হইবে।

১১.০. ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১১.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,এস/এম,ফিল/পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী / গবেষকদের ২য় বছরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) ১ম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

১১.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারী পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, (v) দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

১১.৩. পোষ্টডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

১২.০. ফেলো নির্বাচন ও ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন পদ্ধতি:

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখিতার গুরুত্ব এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হইবে। এই লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা

গ্রহণপূর্বক নির্বাচন করিবেন। নির্বাচনি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ফেলোশিপ প্রদান করিবে এবং ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন করিবে। এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২.১ ফেলো বাছাই/মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে:

ক) বাছাই কমিটি:

১। যুগ্ম-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-আহবায়ক
২। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)-সদস্য
৩-৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন সাপেক্ষে বাংলাদেশের দুইটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/ বিজ্ঞান বিভাগের ২ জন মনোনীত অধ্যাপক-সদস্য
৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)-সদস্য
৬। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি-সদস্য
৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)-সদস্য
৮। আইসিটি অধিদপ্তর (নবগঠিত) একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)-সদস্য
৯। বেসিস এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি-সদস্য
১০। উপসচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়- সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

খ) ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন কমিটি:
১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক- আহ্বায়ক
২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল -সদস্য
৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন যুগ্ম-সচিব -সদস্য
৪। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মনোনিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের একজন অধ্যাপক- সদস্য
৫-৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের দুইটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/ বিজ্ঞান বিভাগের ২ জন মনোনীত অধ্যাপক-সদস্য
৭। উপসচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়- সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৩.০ <u>ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা</u>:

১৩.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদনঃ প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর অন্তর ফেলোগণকে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

১৩.২. <u>সমাপনী প্রতিবেদনঃ</u> ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উপস্থাপন করিবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ (Soft Copy) থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/Dissertation) এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ (Soft Copy) চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/Dissertation) এর কপি মন্ত্রণালয়ে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

১৩.৩. সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভাঃ ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করিবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরুপ ফেলোদের মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করিবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

১৪.০. <u>ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি</u>: নিয়োগপ্রাপ্ত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করিবেন। প্রতি অর্থ বছরে ০২ (দুই) কিস্তিতে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চেকের মাধ্যমে প্রদান করিবে।

১৫.০. <u>বিবিধ</u>:

১৫.১. অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় ফেলোগণ কাজের গতি হারিয়ে ফেলেন বা কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। এই অবস্থায় নুতন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে । সেক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বাবধায়ক এর নাম, পদবি, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ যথাসময়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫.২. কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হইতে পারে। এই অবস্থায় ফেলোগনের প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহেযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকিতে পারিবে।

১৫.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করিলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকিবেন এবং এই মর্মে মর্মে ১০.৫ অনুচ্ছেদে বর্নিত ৩০০/- (তিন শত)টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণাইয় বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে।

আহসান উদ্দিন মুরাদ
সহকারী সচিব
...যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
...বাংলাদেশ সরকার।